

ASIAN 2006
DECENT WORK
DECADE 2015



ASIAN 2006
DECENT WORK
DECADE 2015



International Labour Organization (ILO)
International Program on the
Elimination of Child Labour (IPEC)
Urban Informal Economy (UIE) Project

SUMMARY

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)
আন্তর্জাতিক শিশু শ্রম দূরীকরণ
কর্মসূচী (আইপেক)
আরবান ইনফরমাল ইকনোমি প্রকল্প

সার সংক্ষেপ

যোগাযোগের ঠিকানা

আরবান ইনফরমাল ইকোনমি প্রকল্প
সহায়ক প্রকল্প : জাতীয় টাইম বাউন্ড কর্মসূচী
বাড়ী নং - ৮/এ/ক (ষষ্ঠ তলা)
সড়ক নং - ১৩ (নতুন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০-২) ৯১২৭৭৬৬, ৯১৪৩৫১৬
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৯১৪৩৫১৬
ই-মেইল : berghuys@ilo.org
www. ilo/ipec.org



আইএলও ও শিশু শ্রম

আইএলও জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসাবে নারী ও পুরুষদের জন্য শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে, যেখানে তারা স্বাধীনতা, সমতা, নিরাপত্তা এবং মানবিক মর্যাদা নিয়ে কাজ করতে পারবে। আইএলও'র লক্ষ্য হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে অধিকার নিশ্চিত করা, শোভন কর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তা বাড়ানো এবং কাজ সম্পর্কিত বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে তদারকির জন্য সামাজিক সংলাপ শক্তিশালী করা। আইএলও হচ্ছে জাতিসংঘের একমাত্র ত্রিপক্ষীয় সংস্থা, যেখানে সরকার, নিয়োগদাতা এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিতভাবে নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করে থাকেন। আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য আইএলও একটি বৈশ্বিক সংস্থা হিসাবে কাজ করছে। ১৮২ টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে কর্মরত আইএলও নিশ্চিত করতে চায় শ্রম মানদণ্ডসমূহ যাতে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রে নীতিগতভাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং প্রয়োগক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটে।

১৯৯২ সালে আইএলও'র আন্তর্জাতিক শিশু শ্রম দূরীকরণ কর্মসূচী (আইপেক) যাত্রা শুরু করে।



বর্তমানে এই কর্মসূচী ৮০ টি দেশে চালু রয়েছে। বাংলাদেশে আইপেক এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৫ সনে। শোভন কাজের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মতো শিশু শ্রম দূরীকরণ একটি মানবাধিকার এবং একই সাথে উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়। কেননা, শিশু শ্রম এর সাথে দারিদ্র, শিক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তার চিরস্থায়ী সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং আইএলও এবং আইপেক এর লক্ষ্য হচ্ছে সদস্য রাষ্ট্র সমূহকে সহযোগিতা প্রদান করা, যাতে শিশুদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা যায়, যা তাদেরকে শোভন কাজে উৎপাদনশীল বয়স্ক শ্রমিক হিসাবে যোগদান করতে সহায়তা করবে। ১৯৯৮ সনে আইএলও সর্বসম্মতিক্রমে কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতি ও অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা গ্রহণ করে। এর মধ্য দিয়ে আইএলও কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য নীতি ও অধিকার এর সাথে শিশু শ্রম দূরীকরণের দৃঢ় অঙ্গীকার পূর্ণব্যক্ত করে।





শিশু শ্রম ও এ সমস্যার পরিধি

বৈশ্বিক হিসাব অনুযায়ী (আইএলও, ২০০৬) পৃথিবীতে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ২১৮ মিলিয়ন। এর মধ্যে ১২৬ মিলিয়ন শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ২০০৩ সনের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৩.২ মিলিয়ন। এর মধ্যে ৫-১৭ বৎসর বয়সী ১.৩ মিলিয়ন শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। অর্থাৎ যে সকল কাজ শিশুদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং নৈতিকতার ক্ষতিসাধন করে থাকে।

অন্য এক হিসাব অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের কমপক্ষে ৯০ শতাংশ নিয়োজিত রয়েছে অনানুষ্ঠানিক খাতে। সংজ্ঞাগতভাবে অনানুষ্ঠানিক খাতসমূহ অনিয়ন্ত্রিত এবং কোন প্রকার আইনী কাঠামোর দ্বারা স্বীকৃত বা সুরক্ষিত নয়। এই ধরনের “অনানুষ্ঠানিকতা” এবং তার ফলশ্রুতিতে এই খাতের শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রদান ও নিয়মিত পরিদর্শন এর অভাবে বয়স্ক শ্রমিক ও শিশু শ্রমিকদেরকে, বিশেষ করে যারা ঝুঁকিপূর্ণ ও শোষণমূলক শ্রমে জড়িত, আরও বেশী নিরাপত্তাহীন পরিবেশে ঠেলে দেয়।

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের প্রায় ৫০ শতাংশ কখনো বিদ্যালয়ে যায়নি। অন্যদিকে যারা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে তাদের অধিকাংশই তৃতীয় শ্রেণীতে পৌঁছার পূর্বেই ঝরে পড়েছে। শহরের অনানুষ্ঠানিক খাতে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের গড় বয়স ১২ বৎসর এবং তারা সামান্য মজুরীতে দৈনিক গড়ে ১২ ঘন্টা কাজ করে।



বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সনে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন নং- ১৮২ অনুসমর্থন করেছে। কনভেনশন নং- ১৮২ - তে (এবং এর সুপারিশ নং- ১৯০) শর্তহীন ও শর্তযুক্ত সবধরনের ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম এর উল্লেখ রয়েছে। শর্তহীন ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের মধ্যে রয়েছে সব ধরনের বলপূর্বক শ্রম, শিশু পাচার, যৌন শোষণ ও নিপীড়ন এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ কার্যক্রম। শর্তযুক্ত ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম বলা হয়েছে এজন্য যে, প্রতিটি দেশের সরকার সেই দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিয়োগদাতা ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শক্রমে কোন্ কোন্ খাত, পেশা, কাজ, এবং পরিবেশ ১৮ বৎসর বয়সের নীচে শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ হবে তা নির্ধারণ করবে। শর্তযুক্ত ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম প্রধানত দুইভাবে সংঘটিত হতে পারে। কাজের ধরন বা প্রকৃতিগত কারণে এবং কাজের অবস্থান বা পরিবেশগত কারণে। ধরন বা প্রকৃতিগতভাবে যেভাবে কাজটি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে তা হচ্ছে বিপদজনক যন্ত্রপাতি, বিষাক্ত ক্যামিক্যাল ইত্যাদি নিয়ে কাজ করা। অন্যদিকে, কাজের অবস্থান বা পরিবেশগত কারণে কোন কাজ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, যেমন অতিরিক্ত দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করা, রাত্রিকালীন কাজ এবং আলো-বাতাসহীন বদ্ধ পরিবেশে কাজ করা।



শিশু শ্রমের কারণ সমূহ

বাংলাদেশে শিশু শ্রমের চিরস্থায়ী যে সকল কারণ রয়েছে, তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে তেমন ভিন্ন নয়। এগুলো হচ্ছেঃ

- দারিদ্র, যার সাথে রয়েছে বয়স্ক শ্রমিকদের বেকারত্বের ব্যাপক হার এবং এ পরিস্থিতিতে আরো প্রকট করে তোলা নানাবিধ অর্থনৈতিক আঘাত।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষার অনুপস্থিতি এবং সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় দিক থেকেই কারিগরী শিক্ষার অপ্রতুলতা।
- শিশু শ্রম বিষয়ক নীতিমালা, আইন ও তার প্রয়োগের দুর্বলতা।
- অংগীকার ও সামর্থের অভাব সম্বলিত দুর্বল প্রতিষ্ঠানসমূহ; এবং
- (ঝুঁকিপূর্ণ) শিশু শ্রমের কারণ ও তার নেতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে সকল স্তরে সচেতনতার অভাব এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ, লিঙ্গ বৈষম্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে শ্রম আইন (২০০৬) শ্রমে প্রবেশের ন্যূনতম বয়স সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন নং- ১৩৮ এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন বিষয়ক কনভেনশন নং- ১৮২ এর সাথে ব্যাপকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ ১৪ বৎসর বয়সের নীচে কোন শিশু কাজে যোগদান করতে পারবে না, যদি না ঝুঁকিহীন হালকা কাজ হয় এবং শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না করে। শ্রম আইন ১৮ বৎসর বয়সের নীচে কোন শিশু বা কিশোর-কিশোরীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমও নিষিদ্ধ করেছে। উপরন্তু, শিশু শ্রম প্রতিরোধ ও নিরসনের বিষয়টি বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায়ও বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন: দারিদ্র দূরীকরণ কৌশলপত্র, শিশুদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, সবার জন্য শিক্ষা সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন সম্পর্কিত জাতীয় টাইম বাউন্ড কর্মসূচী ইত্যাদিতে শিশু শ্রম প্রতিরোধ ও নিরসনে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে।



আরবান ইনফরমাল ইকনোমি প্রকল্প

পূর্বকথা

আরবান ইনফরমাল ইকনোমি (ইউআইই) প্রকল্পটি ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম সম্পর্কিত জাতীয় টাইম বাউন্ড কর্মসূচীর লক্ষ্য অর্জনের জন্য আইএলও কর্তৃক বাস্তবায়িত অনেকগুলো প্রকল্পের মধ্যে একটি। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০১ সনে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নং- ১৮২ অনুসমর্থনের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে জাতীয় টাইম বাউন্ড কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। এই কর্মসূচী ২০১৫ সনের মধ্যে বাংলাদেশে সকল ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসনের লক্ষ্য স্থির করেছে।

ইউআইই প্রকল্পটি নেদারল্যান্ডস সরকারের অর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে। ২০০৭ সনের জানুয়ারী মাসে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ ২০১১ সনের ডিসেম্বরে শেষ হবে। ২০০১ সনে শুরু হওয়া আইএলও কর্তৃক বাস্তবায়িত পরীক্ষামূলক প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ইউআইই প্রকল্পটি গ্রহণ করা

হয়েছে। পরীক্ষামূলক প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ছিল শহরের অনানুষ্ঠানিক খাতের সেক্টরসমূহ এবং এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে একটি তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা। সেই সাথে এই খাতে বিরাজমান ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম প্রতিরোধ ও নিরসনে বেশ কিছু মডেল ও কর্মকৌশলের যথার্থতা পরীক্ষা করা। এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ঢাকা শহরের প্রায় ১০০টি এলাকায় ব্যাপক সামাজিক जागरण তৈরী করা হয় এবং স্থানীয় কমিউনিটির সদস্যদের সাথে একটি বিশ্বস্ততার সম্পর্ক তৈরী হয়। প্রকল্পের আওতায় প্রায় দশ হাজার উপকারভোগী সরাসরি সমন্বিত সেবা গ্রহণ করে। পরীক্ষামূলক প্রকল্পের চূড়ান্ত স্বাধীন মূল্যায়নে প্রকল্পের কাজ বিরতিহীনভাবে চালিয়ে নেয়া এবং জাতীয় টাইম বাউন্ড কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়। অতএব, বর্তমান ইউআইই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে পরীক্ষামূলক প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে জাতীয় টাইম বাউন্ড কর্মসূচীর কাঠামোর অধীনে।

প্রধান লক্ষ্য ও কর্মসূচী

ইউআইই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য ও কর্মসূচীসমূহ:

১. শহরের অনানুষ্ঠানিক খাতে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন, পরীক্ষিত ও মোকাবেলার জন্য জ্ঞান ভান্ডারকে অধিকতর সমৃদ্ধ করা এবং দেশব্যাপী প্রয়োগের জন্য কর্মকৌশল ও মডেল তৈরী করা।
২. স্থানীয় সরকার, নিয়োগদাতা ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং কমিউনিটির সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি বহুমাত্রিক শিশু শ্রম মনিটরিং পদ্ধতি প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আনুমানিক ৪৮,০০০ শিশুকে (১৮ বৎসরের নীচে) চিহ্নিতপূর্বক ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে প্রত্যাহার করে তাদের জন্য উপযুক্ত বিকল্প কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত করা।
৩. আনুমানিক ২৬,০০০ আপেক্ষাকৃত কম বয়সী শিশুদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে প্রাথমিক/মাধ্যমিক বা কারিগরী প্রশিক্ষনে অন্তর্ভুক্তকরনে প্রস্তুত করা।
৪. আনুমানিক ১০,০০০ আপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশুদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শোভন কাজে যেমন আত্মকর্মসংস্থান, বেতনভুক্ত কর্মসংস্থান অথবা তত্ত্বাবধানমূলক শিক্ষানবীশ হিসাবে নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
৫. সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচীর অধীনে আনুমানিক ২৮,০০০ অভিভাবক এবং/অথবা পরিবারকে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে তাদেরকে শিশুদের আয়ের উপর নির্ভর করতে না হয়।
৬. কর্মক্ষেত্র উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে আনুমানিক ৪,০০০ কর্মক্ষেত্র থেকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের উপাদানসমূহ প্রত্যাহার করে নিরাপদ কর্মক্ষেত্রে রূপান্তর করা। সে সকল ক্ষেত্রে শিশুদেরকে প্রত্যাহার করলে তা তাদের জন্য লাভজনক হবে না কেবলমাত্র সে সব ক্ষেত্রেই কর্মক্ষেত্র উন্নয়ন কর্মসূচী পরিচালিত হবে।

৭. সরকারী ও বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তির মাধ্যমে কমিউনিটির সদস্যদেরকে (আনুমানিক ৯৫,০০০) প্রয়োজন ভিত্তিক সেবা প্রদান করা। যেমন: প্রাক শৈশব উন্নয়ন, বয়স্ক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, দিবা যত্ন কেন্দ্র, আইনী সহায়তা ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ সেবা প্রদান।
৮. উপকারভোগী অনুসরণ ও কর্মক্ষেত্র নজরদারী পদ্ধতি (Beneficiary Tracking & Workplace Surveillance System) প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আনুমানিক ১৫,০০০ কর্মক্ষেত্রের ওপর শিশু শ্রম সম্পর্কিত নজরদারী করা। এটা একদিকে যেমন শিশু শ্রম মনিটরিং পদ্ধতির অংশ এবং অন্যদিকে, এখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য শিশু শ্রম মনিটরিং সেলে পাঠানো হবে।
৯. সেবা কেন্দ্র ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ভিজিলেন্স কমিটি গঠনের মাধ্যমে কমিউনিটির সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতপূর্বক সামাজিক গনজাগরণ কৌশল প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন করা। ভিজিলেন্স কমিটিগুলো কর্মক্ষেত্র নজরদারির কাজে ভূমিকা পালন করবে।

১০. প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্রমান্বয়ে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে অধিকহারে সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় সরকার এর প্রতিনিধিবৃন্দ, নিয়োগদাতা ও শ্রমিক সংগঠন এবং তাদের এসোসিয়েশনসমূহ, এনজিও এবং কমিউনিটি পর্যায়ে প্রতিনিধিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।



প্রধান সহযোগী প্রতিষ্ঠান

ইউআইই প্রকল্পের প্রধান সহযোগী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। প্রধান সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন যে সকল কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তা হচ্ছে, শহরের অনানুষ্ঠানিক খাতে শিশু শ্রম প্রতিরোধ ও নিরসনে আইনী ও মনিটরিং পদ্ধতি প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন করা, সামাজিক जागरण, এডভোকেসি ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী এবং এসব কর্মসূচীর প্রভাব স্থায়ী করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ অধিকতর শক্তিশালী করা। এছাড়াও ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এনজিও'র মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে। ইউআইই প্রকল্প ঢাকা শহরে চলমান অন্যান্য প্রধান প্রধান শিশু শ্রম বিষয়ক প্রকল্পের সাথেও সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করছে এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে প্রকল্পের অভিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং তাদের কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যদের প্রয়োজনানুযায়ী সহায়ক সেবা প্রদান করছে।

শিশু শ্রম প্রতিরোধ ও নিরসনে আমাদের সাথে যোগ দিন

একদা এক সময় একজন বৃদ্ধ জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তিনি খুবই বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় ছিলেন। কেননা, যে কোন প্রশ্ন তার কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি তার উত্তর দিতে পারতেন। যাহোক, দুটি দুষ্ট বালক জ্ঞানী বৃদ্ধের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে চ্যালেঞ্জ করার পরিকল্পনা আঁটতে থাকে। দুষ্ট বালকেরা এমন একটি প্রশ্ন খুঁজতে থাকে যার উত্তর বৃদ্ধ জ্ঞানী দিতে পারবেন না। একদিন তারা পরিকল্পনা করে যে তাদের হাতের মুঠুতে একটি ছোট পাখি লুকিয়ে রেখে বৃদ্ধ জ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করবে পাখিটি জীবিত নাকি মৃত। বৃদ্ধ জ্ঞানী যদি বলেন “জীবিত”, তাহলে তাদের হাতের মুঠো খোলার আগে চেপে পাখিটি মেরে ফেলবে। আর যদি তিনি বলেন “মৃত” তাহলে তারা হাতের মুঠো খুলে দিয়ে পাখিটি উড়িয়ে দেবে। পরের দিন তারা তাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হাতের মুঠোতে ছোট পাখি লুকিয়ে রেখে বৃদ্ধ জ্ঞানীর কাছে যায় এবং জিজ্ঞেস করে “আমাদের হাতের মুঠোয় যে পাখিটি আছে সেটা কি জীবিত না মৃত”? বৃদ্ধ জ্ঞানী মানুষটি কয়েক মিনিট চিন্তা করে উত্তর দেন:

“পাখিটির ভাগ্য তোমাদের হাতে”

Contact Us

Urban Informal Economy

Project of Support to
National Time Bound Programme
IPEC (BGD/07/01/NET)
House # 8A/KA (6th Floor), Road # 13 (New)
Dhanmondi R/A, Dhaka - 1209, Bangladesh
Phone: (880-2) 9127766, 9143516
Fax: (880-2) 9143516
E-mail: berghuys@ilo.org
Website: www.ilo/ipec.org



ILO and Child Labour

The ILO is the United Nations agency devoted to advancing opportunities for women and men to obtain decent work in conditions of freedom, equity, security and human dignity. It aims to promote rights at work, encourage decent employment opportunities, enhance social protection and strengthen dialogue in handling work-related issues. The ILO is the only "tripartite" United Nations agency in that it brings together representatives of governments, employers and workers to jointly shape policies and programs. The ILO is the global body responsible for drawing up and overseeing international labour standards. Working with its 182 member States the ILO seeks to ensure that labour standards are respected in principle as well as in practice.

ILO's International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) was launched in 1992 and is active in over 80 countries. In Bangladesh, IPEC



started working in 1995. As with other aspects of Decent Work, eliminating child labour is a human rights issue as well as a development issue, because of the perpetuating linkages between child labour and poverty, education labour and social protection. ILO and IPEC therefore aim to assist its member States ensuring that children receive the education and training they need to become productive adults in decent employment. In 1998, the ILO unanimously adopted the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work re-affirming - amongst other principles and rights- the elimination of child labour.





Child labour and the extent of the problem

According to global estimates (ILO, 2006), there are 218 million child labourers worldwide, of which 126 million are engaged in hazardous work. According to estimates generated by the National Child Labour Survey (BBS, 2003), there are 3.2 million child labourers in Bangladesh. Out of this 3.2 million child labourers, 1.3 million children aged between 5-17 years are engaged in hazardous work, i.e. work that is likely to jeopardize the health, safety and morals of children.

It is also estimated that at least 90% of these children are working in informal sectors that - by definition - are unregulated and have no to little recognition or protection under legal provisions. This "informality" and subsequent lack of labour protection and regular labour inspection, relegates workers in general and child labourers in particular to

hazardous and exploitative working conditions.

Nearly 50 % of children engaged in hazardous work, have never attended any schooling, whereas large numbers drop out before reaching Grade III. A child caught in hazardous work in urban informal sectors is on average 12 years old, and works for 12 hours per day for very meagre wages, if any (ILO, 2002).



Causes of child labour

The perpetuating causes of child labour in Bangladesh do not differ much from other countries:

- Poverty, including a high rate of adult under- and unemployment aggravated by the effects of economic shocks.
- Deficiencies in the quality of (primary and secondary) education, including the quantity and quality of vocational education.
- Insufficiencies in policy, law and enforcement.
- Weak public institutions in terms of commitment and capacity.
- Low levels of awareness about the causes and consequences of (hazardous) child labour, and social, religious and cultural perceptions, in particular on gender.

The Bangladesh Labour Act (2006) is largely in line with ILO Conventions No. 138 on the Minimum Age for Employment, and No. 182 on the Worst Forms of Child Labour (WFCL), i.e. children under 14 years of age are not allowed to work unless in "light work" that is non-hazardous and does not deprive the child of education. The Labour Act also prohibits children or adolescents under 18 years of age from working under hazardous conditions. Moreover, the issue of (preventing and eliminating) child labour and its worst forms is reflected in national development plans, such as the Poverty Reduction Strategy, the National Plan of Action for Children (CRC), the National Plan of Action on Education (EFA), and - for its worst forms - the national Time Bound Program on the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Bangladesh.



Urban Informal Economy (UIE) project

Background

The UIE project is one of the ILO-supported projects to the national Time Bound Program (TBP). The TBP was developed following the ratification of ILO Convention No. 182 on the Elimination of the WFCL by the Government of Bangladesh in 2001. The TBP sets the target for the elimination of all worst forms of child labour by 2015.

The UIE project is funded by the Government of the Kingdom of the Netherlands, commenced in January 2007 and its first phase will be completed in December 2011. The UIE project succeeded an ILO pilot project which began in 2001. The pilot project focused on building a knowledge base on the sectors and

actors in the urban informal economy and on testing strategies and models for validity and cost-effectiveness. It created social momentum, established footholds and credibility in nearly 100 selected urban communities, and provided an integrated package of services for approximately 100,000 direct beneficiaries. The independent final evaluation of the pilot project recommended that an uninterrupted continuation and an integration into the national TBP. The UIE project builds therefore on the experience and lessons learned from its preceding pilot project within the national Time Bound Programme framework.

Major objectives and activities

The major objectives and activities of the UIE project are:

1. Strengthening the knowledge base on and preparing models that regulate, monitor and address hazardous child labour in an urban informal economy for country-wide replication.
2. Developing and implementing a multi-disciplinary (including the participation of (local) government, employers' and workers' organisations and communities) and multi-tier Child Labour Monitoring (CLM) system through which approximately 48,000 children (under 18 years) are identified and removed from hazardous work and referred to programs appropriate to their needs.
3. Preparing approximately 26,000 relatively younger children for formal primary/secondary education or vocational training through the participation in and completion of Non Formal Education (NFE) programmes.
4. Preparing approximately 10,000 relatively older children for placement in decent employment arrangements such as self-employment, wage employment or supervised apprenticeships through participation in and completion of Skill Development Training (SDT) programs.
5. Reducing the reliance of child labour earnings for approximately 28,000 guardians, families and or households of the NFE and SDT enrolled children through Social and Economic Empowerment (SEE) programs, including skills training and micro-financing for income generation.
6. Removing hazardous conditions from approximately 4,000 work places in cases where the removal of children would not directly serve their needs and aspirations through Workplace Improvement Programs.
7. Providing needs based supplementary services such as Early Childhood Development (ECD), adult literacy, primary health and nutritional care, day care facilities, legal and/or other counselling for the project target groups and other community members (approximately 95,000) through a network of private or public service providers brought together under strategic partnerships.
8. Developing and implementing a beneficiary tracking and workplace surveillance system covering approximately 15,000 workplaces that form part of and feeds into the CLM system.
9. Developing and implementing social mobilization and community participation strategies in the form of service centre management committees and "vigilance committees", the latter forming part of the workplace surveillance mechanism.
10. Strengthening the capacity of national and local government stakeholders, employers' and workers' organisations and associations, NGOs and community structures through trainings and gradually increased national, local and community resources.





Major partners

Dhaka City Corporation (DCC) is the primary partner of the UIE project, and responsible for the development and implementation of regulatory and monitoring mechanisms for urban informal sectors, social mobilization and advocacy & awareness raising activities, and the strengthening of conditions for the sustainability of programs and their impact. In addition, DCC is responsible for the execution of child labour programs on NFE, SDT and SEE in partnership with NGOs, i.e. the actual service providers and as such the secondary partners of the UIE project. The UIE Project cooperates with other major child labour projects operational in Dhaka City and with strategic partners for the provision of supplementary needs-based services to the UIE project target groups and the communities in which they work and reside.

Join us in the fight against child labour

Once upon a time there was an old wise man. He was known for his ability to answer each and every question that was brought to him. He was famous and popular. Two naughty boys however were eager to challenge the old wise man. They envied his fame and popularity. They were searching for a question that he would not be able to answer. They planned to visit the old man and hide a small bird in their hands and ask the old wise man whether the bird is alive or dead. If the old wise man would answer "alive", they would squeeze the bird to death before opening their hands. If the old wise man would answer "dead" they would open their hands and let the bird fly free. The next day they visited the old wise man and asked him "the bird we have in our hands, is it alive or dead?" The old wise man took his time and after a few minutes he replied :

"The bird's fate is in your hands".